⇨ **প্রশ্ন ৬৯। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে সামাজিক সংঘাত পর্যালোচনা কর।**
(Discuss social conflict as a social process.)

অথবা, দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কি? দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। সমাজে দ্বন্দ্ব কি অবশ্যম্ভাবী?

(Define conflict. Discuss characteristics and significance of conflict. Is conflict absolute ?)

⇨ **উত্তর।** সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার ন্যায় দ্বন্দ্বকেও একটি মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ সমাজে যেমন, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি থাকে, তেমনি দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে সমাজ গঠিত হতে পারে না। দ্বন্দ্বকে কোনভাবে পরিহার করাও সম্ভব নয়। বরং অনেকে এরূপ মনে করে থাকেন যে, সমাজে যে সকল আচার-আচরণের প্রভাব প্রতিক্রিয়া একে অপরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে চর্চিত হয় এবং এগুলির ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যে সামাজিক প্রক্রিয়া সমাজে মৌলিকত্ব লাভ করে তাতে দ্বন্দ্বের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

⇨ **দ্বন্দ্ব** (Conflict) ঃ মানুষের **জৈব-মানসিক** (Bio-psychological) গঠনশৈলীতে দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত আছে। দৈনন্দিন সামাজিক সংস্পর্শে এসে এই জৈব-মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটায়। মানুষের ব্যক্তিবৈষম্য এই দ্বন্দ্বকে প্রকট করে। অধ্যাপক **ডেভিস** (K. Davis) বলেন, দ্বন্দ্ব হল মানব সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা মানব সমাজের

প্রকৃতিতে এর অবস্থান ইঙ্গিত করে। প্রসঙ্গত ম্যাকাইভার এবং **পেজ** (R. M. MacIver and C. H. Page) বলেন যে, সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে সমাজের অবস্থান নির্ণীত হয়। স্বভাবতই মানুষের সমাজজীবনের একটি অন্যতম কার্যপ্রক্রিয়া হিসাবে দ্বন্দ্বের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অধ্যাপক **জিসবার্ট** (P. Gisbert) দ্বন্দ্বকে সহযোগিতার বিপরীত সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি/গোষ্ঠী একে অপরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যদি বাধার সৃষ্টি করে তাহলে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। এক্ষেত্রে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করলে তা প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। অপরদিকে, সরাসরি বাধা সৃষ্টি না করলে তা পরোক্ষ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। অধ্যাপক **ডেভিস** দ্বন্দ্বকে **আংশিক** এবং **সামগ্রিক** অর্থে ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক **বটোমোর** (T. Bottomore) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বন্দ্বকে সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখেছেন।

সুতরাং, দ্বন্দ্ব হল এমন একটি আবশ্যিক, সার্বজনীন এবং সর্বাত্মক প্রক্রিয়া যা বিষয়গত নয়, বিষয়ীগত, যার পশ্চাতে থাকে পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা এবং যার মূল লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা।

⇨ **দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Conflict) ঃ ব্যক্তি/গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিপক্ষের কাজ প্রতিহত করতে পারে এবং নিজ নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারে। তাই সমাজতাত্ত্বিকগণ দ্বন্দ্বকে সহযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সঙ্গে হিংসার সংস্পর্শ ঘটতে পারে। তবে দ্বন্দ্ব ও হিংসা পরস্পর সম্পৃক্ত নয় এবং সমাজতত্ত্বে এই দিকটি পরিহার করা হয়। দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

** **বৈশিষ্ট্য** (Characteristics) ঃ

- **(ক)** সমাজের একটি **আবশ্যিক** প্রক্রিয়া হল দ্বন্দ্ব, এটি **সার্বজনীন** এবং **সর্বাত্মক** প্রক্রিয়া।
- **(খ)** এটি একটি **ব্যক্তিকেন্দ্রিক** প্রক্রিয়া। এটি একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া।
- **(গ)** প্রতিপক্ষকে **প্রতিহত** করাই দ্বন্দ্বের মূল লক্ষ্য।
- **(ঘ)** এটি কোনভাবেই **বিষয়গত** প্রক্রিয়া নয়।
- **(ঙ)** এটি একটি **সচেতন মিথস্ক্রিয়া**। এর পশ্চাতে থাকে **পরিকল্পিত** চিন্তাধারা।
- **(চ)** ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এর অনুঘটকের কাজ করে।
- **(ছ)** এটি সমাজের একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হলেও **ধারাবাহিক** নয়। দ্বন্দ্বের সূত্রগুলি (হিংসা, দ্বেষ) প্রশমিত হলে দ্বন্দ্বের অবসান হয়।
- **(জ)** মানব সমাজের প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি অবস্থান করে।
- **(ঝ)** মানুষের **জৈব-মানসিক** গঠনশৈলীতেই দ্বন্দ্বের অবস্থান লুকিয়ে থাকে। তাই সমাজে দ্বন্দ্ব আবশ্যিক।
- **(ঞ)** কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সঙ্গে **হিংসা** জড়িত হলেও দ্বন্দ্ব ও হিংসা পরস্পর সম্পৃক্ত নয়।

⇨ **দ্বন্দ্বের সামাজিক গুরুত্ব** (Social Significance of conflict) ঃ সাধারণভাবে সমাজে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি সম্পর্কে কতকগুলি বিরূপ পরিণতির কথাও সকলে মনে করে থাকেন। অর্থাৎ সমাজে এর উপস্থিতির অর্থ হল সামাজিক বিপর্যয়। সামাজিক সংহতি বিঘ্নকারী

হিসাবেও দ্বন্দ্বকে সাধারণভাবেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব সমাজের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং বিভেদকামী শক্তির অন্যতম পরিচায়ক। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের সামাজিক পরিণতি হিসাবে সাধারণ অর্থে সমাজের অস্তিত্ব বিঘ্নকারী হিসাবেই দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করা হয়। বাস্তবিক অর্থে, সমাজে দ্বন্দ্বের অবস্থান সম্পর্কিত এই ধারণা অনস্বীকার্যও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বের কিছু ইতিবাচক দিক আমরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে থাকি।

দ্বন্দ্বের ইতিবাচক দিকগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক/দার্শনিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। সেগুলি বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

● (১) বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক **বটোমোর** (T. Bottomore) মনে করেন, (ক) দ্বন্দ্বে কোন একটি গোষ্ঠী বিজয়ী হয় এবং এই বিজয়ী গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সমাজের অগ্রগতি হয়। যেমন, সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানে একটি অশুভ শক্তির হাত থেকে আর একটি শুভ শক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই। এতে এই রাষ্ট্রের আপাত মঙ্গল হয়েছে একথা বলা যেতেই পারে। (খ) সামাজিক পরিবর্তনে দ্বন্দ্বের ভূমিকা অগ্রগণ্য। **কার্ল মার্কস** (Karl Marx) মনে করেন, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শ্রেণিবিন্যাস স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এছাড়া পরিবর্তিত সমাজে নতুন একটি শ্রেণিশাসনের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। (গ) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বন্দ্বের পরিণতিতে সমাজে নতুন নতুন সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মানব সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

● (২) অধ্যাপক **মজুমদার** (H. T. Mazumdar)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বন্দ্বের যে প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে, সে প্রেক্ষাপটে যদি লক্ষ্য করা যায়—(ক) সামাজিক দ্বন্দ্ব অন্তর্গোষ্ঠীতে শক্তি/সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। (খ) দ্বন্দ্বের পরিণতির মধ্য দিয়ে কোন না কোন গোষ্ঠীর জয়লাভ হয় এবং সেই গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব সমাজে সম্প্রসারিত হয়। (গ) সমাজের মূল্যবোধ সমষ্টি ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। (ঘ) দ্বন্দ্বপ্রবণ গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। (ঙ) দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উচ্চতর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

● (৩) অধ্যাপক **হর্টন** এবং **হান্ট** (Horton and Hunt) মনে করেন—(ক) দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারে, (খ) দ্বন্দ্বের পরিণতিতে দ্বন্দ্বের মীমাংসা লুকিয়ে থাকে, (গ) গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ স্বার্থ সম্পর্কে সদস্যদেরকে সজাগ রাখে।

● (৪) অধ্যাপক **অগবার্ণ** ও **নিমকফ্** (W.F. Ogburn and M.F. Nimkoff) এরূপ মনে করে থাকেন যে, গোষ্ঠীর সংহতিকে দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে হয়তো সেরূপ সংহতি অবস্থান করে না।

ব্যক্তিমাত্রই কতকগুলি বিশেষ স্বতন্ত্র সত্তা অবস্থান করে। এই সকল সত্তা যেমন সহযোগিতামূলক, আবার এগুলি দ্বন্দ্বমূলকও বটে। দ্বন্দ্ব সকল সমাজেরই একটি অপরিহার্য অংশ। তবে প্রতিটি সমাজেই দ্বন্দ্বকে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল প্রকৃতির করে রাখারই চেষ্টা করা হয়। তবুও দ্বন্দ্ব আসে, সমাজের সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করে, আবার দ্বন্দ্ব নির্মূল হয় এবং সমাজে পরিবর্তিত পরিস্থিতি জেগে ওঠে, সমাজের পরিবর্তন সূচিত হয়, নতুন নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধারণাগত স্পষ্টতা আসে। তাই সমাজে দ্বন্দ্ব থাকবে, আবার তার সংশোধনও থাকবে।

⇨ **দ্বন্দ্ব** (Conflict) ঃ মানুষের **জৈব-মানসিক** (Bio-psychological) গঠনশৈলীতে দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত আছে। দৈনন্দিন সামাজিক সংস্পর্শে এসে এই জৈব-মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটায়। মানুষের ব্যক্তিবৈষম্য এই দ্বন্দ্বকে প্রকট করে। অধ্যাপক **ডেভিস** (K. Davis) বলেন, দ্বন্দ্ব হল মানব সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা মানব সমাজের প্রকৃতিতে এর অবস্থান ইঙ্গিত করে। প্রসঙ্গত **ম্যাকাইভার** এবং **পেজ** (R. M. MacIver and C. H. Page) বলেন যে, সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে সমাজের অবস্থান নির্ণীত হয়। স্বভাবতই মানুষের সমাজজীবনের একটি অন্যতম কার্যপ্রক্রিয়া হিসাবে দ্বন্দ্বের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অধ্যাপক **জিসবার্ট** (P. Gisbert) দ্বন্দ্বকে সহযোগিতার বিপরীত সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি/গোষ্ঠী একে অপরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যদি বাধার সৃষ্টি করে তাহলে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। এক্ষেত্রে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করলে তা প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। অপরদিকে, সরাসরি বাধা সৃষ্টি না করলে তা পরোক্ষ দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। অধ্যাপক **ডেভিস** দ্বন্দ্বকে **আংশিক** এবং **সামগ্রিক** অর্থে ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক **বটোমোর** (T. Bottomore) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বন্দ্বকে সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখেছেন।

সুতরাং, দ্বন্দ্ব হল এমন একটি আবশ্যিক, সার্বজনীন এবং সর্বাত্মক প্রক্রিয়া যা বিষয়গত নয়, বিষয়ীগত, যার পশ্চাতে থাকে পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা এবং যার মূল লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা।

সমাজে অন্যতম কার্যপ্রক্রিয়া হিসাবে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতাকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও, দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতার পারস্পরিক সহাবস্থান প্রচলিত সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় এই দুটি সামাজিক কার্য প্রক্রিয়া অবস্থান করে এবং সতত সংরক্ষিত হয়। বলা যায়, মানব সমাজে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই দুটি কার্য প্রক্রিয়া সহাবস্থান করে এবং পরস্পর সংযুক্ত থেকে মানব সমাজের অগ্রগতিকে দ্রুততর করে।

প্রতিটি সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কেবলই সহযোগিতা আছে কিন্তু দ্বন্দ্ব নেই—এই ধরনের সমাজ-কল্পনা কেবল কল্পনাই মাত্র। তাই সহযোগিতার পাশাপাশি সমাজে দ্বন্দ্বের উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক। তাই যেভাবে আমরা সহযোগিতা মেনে নেব, একইভাবে দ্বন্দ্বকেও আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। দ্বন্দ্বের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, কেননা মানুষের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ দ্বন্দ্বকে বাঁচিয়ে রাখে এবং মতভেদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই পরিস্থিতিতে সহযোগিতার সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং ঐক্য বা মানবিকতার অভাব দেখা দেয়। যেমন—অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলেও বহির্গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক।

প্রকৃত অর্থে, এই ধরনের দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা মনুষ্য সমাজে অবস্থান করে। আবার এদের পারস্পরিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র সহযোগিতা বা শুধুমাত্র দ্বন্দ্ব সমাজকে উন্নততর রূপ দিতে পারে না। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক **কুলী** (C.H. Cooley) মনে করেন, দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা একই কার্যধারার একটি পর্যায়বিশেষ, যার মধ্যে উভয়েরই কিছু কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতাকে পরিপূর্ণ অর্থে স্বতন্ত্র বলা যাবে না। দ্বন্দ্বের মধ্যেই সহযোগিতার অঙ্গ অথবা সহযোগিতার মধ্যেই দ্বন্দ্বের অঙ্গ লুকিয়ে থাকে। তাই সমাজ জীবনে এমন কোন দ্বন্দ্ব নেই, যেখানে সহযোগিতার উপাদান নেই। আবার, এমন কোন সহযোগিতাও নেই, যেখানে দ্বন্দ্বের উপাদান নেই। যেমন, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন অনুসারে বলা আছে, একটি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত অন্য দেশের তৈল শোধনাগার, পারমাণবিক ক্ষেত্র, কোন উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতিতেও বোমা নিক্ষেপ বা অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এগুলি ধ্বংস করা যাবে না। সুতরাং, যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব গভীরতর এবং প্রত্যক্ষ হলেও কতকগুলি দিক থেকে অপরের প্রতি সহযোগিতার সূত্র এখানে নির্দেশিত হয়েছে।

সুতরাং, সহযোগিতাতে যেমন দ্বন্দ্ব থাকে আবার দ্বন্দ্বতেই সহযোগিতা থাকে। একই ব্যক্তির আচরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের পারস্পরিক অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। যেমন—শিশুর প্রতি মায়ের যেমন স্নেহ থাকে, আবার শাসনও থাকে। একদিকে, মায়ের স্নেহকে শিশু প্রত্যাশা করে, আবার মায়ের শাসনকে শিশু প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু 'মায়ের' শাসনকে শিশু অপছন্দ করে। তবে প্রকাশ্যে সমাজের অভ্যন্তরে সহযোগিতাকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং দ্বন্দ্বকে ঘৃণা করা হয়। তাই বলে সমাজে দ্বন্দ্ব থাকে না, এই কথা ঠিক নয়। সুস্থ ও শৃঙ্খলিত জীবন গড়তে পারস্পরিক সহযোগিতা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে কথা নিশ্চিত। তবুও ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা সমাজে একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ, সে কথাও গভীরভাবে মান্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক **ম্যাকাইভার** এবং **পেজ** (R.M. MacIver and C.H. Page) উল্লেখ করেছিলেন যে, সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের পারস্পরিক টানাপোড়েনে সমাজ গড়ে ওঠে।

তবুও কোন কোন তাত্ত্বিক সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সহাবস্থানকে অকল্পনীয় বলে মনে করে থাকেন। অধ্যাপক **ডেভিস** (K. Davis) মনে করেন, দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার সহাবস্থান উপেক্ষিত হয়। কেননা, সমাজে দ্বন্দ্বের অর্থই হল বিশেষ স্বার্থের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া। তাই স্বার্থ যেখানে গুরুত্ব পায়, সেখানে সহযোগিতা বিষয়টি কোনভাবেই গড়ে উঠতে পারে না। এখানে একটি গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করার মধ্যেই লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। তাই **ডেভিস** (K. Davis) মনে করেন, দ্বন্দ্বে লিপ্ত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মতো কোন পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে না। তাই এ রকম পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতার বিরোধী।

তবুও একথা বলা যায় যে, সমাজ সম্পর্কে সংকীর্ণ অর্থে দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতাকে ব্যবহার করা হয় না। অর্থাৎ কেউ কেউ দ্বন্দ্বকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু সমগ্র সমাজ তা করে না। বরং সমাজে সহযোগিতার পাশাপাশি দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সহযোগিতা একটি

বিক্ষিপ্ত ধারণা বলে মনে করা হয়। যদি দ্বন্দ্বকে সত্যিই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে সমাজে মহুর্মুহু খুন, জখম, সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দাঙ্গা লেগেই থাকত। আবার সহযোগিতা যদি সমাজে অবস্থান করে, তবে সেখানে কেবলই সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠত। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেই সমাজ আমাদের কাছে অকল্পনীয়। সমাজে বিভিন্ন স্বার্থে মানুষ যেমন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তেমনি মানুষ নিজেরাই সমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় দ্বন্দ্বকে নির্বাপিত করে সমাজের অভ্যন্তরে একটি নতুন সামাজিক পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, সমাজের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম চাবিকাঠি। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব আছে বলেই সামাজিক পরিবর্তন দ্রুততর হয়েছে। দ্বন্দ্ব আছে বলেই সহযোগিতার সম্পর্কটি আরো বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিতে যেমন দিন আছে, তেমনি আলো আছে। তাই রাত্রি/অন্ধকারের প্রতি মানুষের যেমন আকর্ষণ আছে আবার বিপরীত আকর্ষণেও মানুষ তার জীবনধারাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ দিতে সমর্থ হয়। সুতরাং, শুধুই দ্বন্দ্ব, শুধুই সহযোগিতা, এভাবে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। বরং সহযোগিতা দ্বন্দ্বকে আকর্ষণ করবে, আবার দ্বন্দ্ব সহযোগিতাকে আকর্ষণ করবে এবং এরই টানাপোড়েনে সমাজ বিবর্তনের পথে উন্নততর রূপ লাভ করবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সমাজে বৈসাদৃশ্য একটি সম্পদ হিসাবে কাজ করে। এর ফলে মানুষ বহুমুখী গতিসম্পন্ন হয়, সমাজও গতিপ্রাপ্ত হয়। তাই দ্বন্দ্বের পর সহযোগিতা, আবার দ্বন্দ্ব, আবার সহযোগিতা, এই চক্রবৎ প্রক্রিয়া মানুষ এবং সমাজ উভয়কেই উন্নততর করে।